ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নংঃ 7(1)-SWE/PC/DTH/SL-4/11 প্রেস রিলিজ

তারিখঃ

সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমতা নীরবে সহ্য করেছিল স্বামী ও সতীনের সব অত্যাচার : মহিলা কমিশন

উদয়পুর চন্দ্রপুরের মেয়েটির নাম ছিল সমতা। কিন্তু স্বামীর ঘরে গিয়ে সমান অধিকারের ছিটাফোঁটাও ছিলনা সমতা নামে গৃহবধূটির। দুটি সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে মানুষ করার জন্য নীরবে সহ্য করেছিল স্বামী এবং সতীনের অকথ্য সব অত্যাচার। তবু দুই সন্তানের মাকে বাঁচতে দেয়নি ওরা। এরকমই এক অসম্ভব ধৈর্যশীলা মা ছিল বিলোনীয়া পাইখোলা গ্রামের ৩৮ বছর বয়সের গৃহবধূ সমতা।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে সমতার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর জেনে ১২-০১-২০১১ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল বিলোনীয়ার পাইখোলা গ্রামে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীপ্রদীপ পাল, প্রতিবেশী শ্রীনারায়ন চন্দ্র পাল এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে। এরপর চন্দ্রপুরে সমতাদের বাড়ী গিয়ে সমতার ছোট ভাই শ্রীহরিপদ পালের (পিতা মৃত পরেশ চন্দ্র পাল)কাছ থেকে বিস্তৃত জানতে চায় কমিশন।

উল্লেখিত সকলের বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় যে গত ০৩-০১-১১ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০-৭টা নাগাদ সমতা অগ্নিদগ্ধ হয়, এবং পরের দিন, ০৪-০১-১১, ভোরবেলা সে মারা যায়। মৃতার ভাই শ্রীহরিপদ পাল কমিশনের প্রতিনিধিদের জানান যে মৃত্যুর খবর পেয়ে সেখানে গেলে মৃত দিদির হাত-পা পোড়া দেখেননি। হাঁটুর উপর থেকে পেছনের দিক পোড়া ছিল। হরিপদবাবুর ধারণা যে তাঁর দিদি আত্মহত্যা করতেই পারেনা। তিনি নিশ্চিত যে দিদিকে তাঁর সতীন এবং স্বামী পরিকল্পনা করে মেরে ফেলেছে।

তদন্তে গিয়ে আরও জানা যায় যে আনুমানিক ১৩ বছর আগে হিন্দুশাস্ত্রমতে সামাজিকভাবে পাইখোলার পরেশ পালের সঙ্গে আর কে পুর থানাধীন চন্দ্রপুরের সমতার বিয়ে হয়। বিয়ের পর বছরখানেক ওরা ভালই ছিল। কিন্তু প্রথম সন্তানটির জন্মের পর থেকেই সমতার উপর শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ।

এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে ২০০৪ সালে সমতা মহিলা কমিশনে এসেছিল তাঁর উপর এ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে। সমতা চেয়েছিল কমিশন যেন বিষয়টির মীমাংসা করে তাকে আবার স্বামীর সংসারে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। তাই করেছিল কমিশন। আসলে সমতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল সংসার করার। ছোট ভাই হরিপদ বলেন যে এরপর তাঁর দিদির উপর অত্যাচার আরও বেড়েছিল। কিন্তু সমতা আবার কমিশনে অভিযোগ জানিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি বাড়াতে চায়নি।

সমতার স্বামী পরেশ পাল আজ থেকে ৩-৪ বছর আগে গৌরী পাল নামে এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অবৈধভাবে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলে সমতার উপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এব্যাপারে পাইখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি গাঁওসভা মিলে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ৪৫,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে পরেশ গৌরীকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু পরেশ মিটিং-এর সিদ্ধান্ততো মানেইনি, উপরন্তু, সে গৌরীকে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করে অবৈধ দ্বিতীয় বিবাহটি বৈধ করে নেয়।

আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের বক্তব্য থেকে এটা জানা গেছে যে সমতা মেয়েটি ছিল ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। শিশু সন্তান দুটিকে মানুষ করতে গেলে স্বামীর ঘর তাকে করতে হবে একথা মনে রেখে তার ওপর স্বামী এবং সতীনের অকথ্য অত্যাচার সমতা নীরবে সহ্য করেছিল, অভিযোগ জানায়নি কারো কাছে।

বিলোনীয়া থানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(ক)/৩০৬ ধারায় ৪-১-২০১১ তারিখে কেইস (০৭/১১) নিয়ে অভিযুক্ত পরেশ পালকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু মৃতার ছোট ভাই শ্রীহরিপদ পাল তাঁর এফ আই আর-এ গৌরী পালকে নির্দিষ্টভাবে অভিযুক্ত চিহ্নিত করা সত্বেও আজ (১৫-১-২০১১) এই রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত পুলিশ গৌরী পালকে গ্রেপ্তার করেনি। কমিশন থানার কাছে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছে। ঘটনার তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার হিসাবে মীনা দেববর্মার দক্ষতা নিয়ে কমিশন সন্দিহান। তাই পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কমিশন যোগাযোগ করছে।

মেম্বার সেক্রেটারী

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন